কলিকাতা হাইকোর্ট

মহামান্য বিচারপতি: **শম্পা দত্ত (পাল), বিচারপতি।**

তরুন পাত্র বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

CRR - 2019-এর 509, 24/04/2023 তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

ফৌজদারি কার্যবিধি (2 of 1974) , ধারা 227— ডিসচার্জ - মৃত ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে এবং সুইসাইড নোটে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেছে - মৃত ব্যক্তি আত্মহত্যা করার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং সুইসাইড নোটে অভিযুক্তের পুরো পরিবারকে জড়িয়েছিলেন - প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপাদান - ডিসচার্জের আবেদন খারিজ করার আদেশ, যথাযথ।
দণ্ডবিধি (1860 সালের 45), ধারা **417,** ধারা **420,** ধারা **306,** ধারা **34 -**

(অনুচ্ছেদ 20,21)

উল্লেখিত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**
এ. আই. আর 2022 এস. সি 3530	পারা নং। (19,21,24)
এ. আই. আর অনলাইন 2019 এসসি 2220	পারা নং। (19)
এ. আই. আর 2014 এস. সি (এসএউপিপি) 1839	প্যারা নং। (19)
এ. আই. আর 2005 এস. সি 1775	পারা নং। (15)
এ. আই. আর 2002 এস. সি 1998	প্যারা নং। (15)
এ. আই. আর 1980 এস. সি 258	পারা নং। (19)
এ. আই. আর 1977 এস. সি 1754	প্যারা নং। (19)
এ. আই. আর1976 এসসি 1947	প্যারা নং। (19)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে সুমন দে; প্রতিবাদী পক্ষে মো. কুতুবুদ্দিন।

1.**আদেশঃ- বর্তমান পুনর্বিবেচনাটি** 28.11.2018 তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে যা মহামান্য সহকারী দায়রা জজ, হলদিয়ার দ্বারা পাস করা হয়েছ SC 31(05)17-এ আবেদনকারীদের নিষ্পত্তির জন্য প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে, ভারতীয় দণ্ডবিধির 417/420/306/34 ধারার অধীনে 22.10.2016 তারিখের সুতাহাটা থানার মামলা নং 464/16 থেকে উদ্ভূত যা 19.12.2016 তারিখের চার্জশিট নং 482/16-এ শেষ হয়েছে GR নং 1721/16 এর সাথে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির 306/34 ধারার অধীনে।

2. আবেদনকারীর মামলাটি হল যে মায়া মাইতি নামে এক ব্যক্তি সুতাহাটা থানায় অফিসার-ইন-চার্জ- এর কাছে 22.10.2016-তারিখে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে তাঁর 22 বছর বয়সী মেয়ে সুচরিতা মাইতি হলদিয়ার মেঘনাথ সাহা পলিটেকনিক কলেজের ছাত্রী ছিলেন।সুচরিতা অভিজিৎ পাত্র ওরফে অরুণ পাত্রের সংস্পর্শে আসেন।পরবর্তীকালে তাদের ঘনিষ্ঠতা প্রেমের সম্পর্কে পরিণত হয়।বিয়ের আশ্বাস নিয়ে অভিজিৎ তাঁর মেয়েকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান এবং বেশ কয়েকবার তাঁর সঙ্গে সহবাস করেন।অভিজিৎ তাঁর মেয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ টাকাও তুলে নেন।তার মেয়ে তখন জানতে পারে যে অভিজিৎ স্বাতীকে বিয়ে করতে চায়।তারপর প্রকৃত-অভিযোগকারী সুচরিতার সাথে অভিজিতের বাড়িতে যান অভিজিৎ, তার বাবা-মা এবং অভিজিতের কাকাতো ভাইদের উপস্থিতিতে তাদের বিবাহ স্থির করতে ।

তাঁরা বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হন কিন্তু শুধুমাত্র অভিজিৎ এবং সুচরিতার নির্দিষ্ট ক্লিনিকাল পরীক্ষার পরেই।সেই অনুযায়ী রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল।

3. 20.10.2016 তারিখে সুচরিতা অভিজিতের বাড়িতে যান।অভিজিৎ তাকে বলেছিল যে তার বাবা-মা এবং কাকাতো ভাই তাদের বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। অভিজিৎ তাকে বলেছিল যে সে তাকে ভালবাসে না এবং সে স্বাতীকে বিয়ে করবে।সে তাকে বিষ খেয়ে বা ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছিল। সুচরিতা বাড়ি ফিরে আসল অভিযোগকারীর (সুচরিতার মা) কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করে।তারপর 21.10.2016 (খুব ভোরে, পরের দিন) প্রায় 1.00 a.m থেকে 1.30 a.m. রাতে তার মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে (দেখা করার কয়েক ঘন্টার মধ্যে)।তার মেয়ে তার মৃত্যুর আগে চারটি চিঠি লিখেছিল, যার মধ্যে একটি সুইসাইডাল নোট হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।তার মেয়ে অভিযোগ করেছে যে এফআইআর-এ অভিযুক্ত ব্যক্তিরাই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী।এইভাবে বর্তমান মামলাটি শুরু হয়।

4. তদন্ত শেষ হওয়ার পর পুলিশ বর্তমান আবেদনকারীসহ পাঁচজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 306/34 ধারার অধীনে 19.12.2016 তারিখে নং 482/16 হিসাবে চার্জশিট জমা দিয়েছে।

5. এটি জমা দেওয়া হয় যে আবেদনকারীরা প্রধান অভিযুক্ত অভিজিৎ-এর কাকাতো ভাই।কথিত অপরাধের সঙ্গে আবেদনকারীদের কোনও সম্পর্ক নেই।

6. আবেদনকারীরা আরও বলেছেন যে প্রকৃত শব্দগুলি বর্ণনা না করে আত্মহত্যার প্ররোচনার সর্বজনীন অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধির 306 ধারার আওতায় পড়ে না।

7. এরপর আবেদনকারীরা বিচারিক আদালতে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন।

8. পক্ষের শুনানির পর বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ, হলদিয়া তার 28.11.2018 তারিখের আদেশ দ্বারা উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে সন্তুষ্ট হন।

9. শ্রী সুমন দে, পিটিশনকারীদের আইনজীবী দাখিল করেছেন যে ডিসচার্জ পিটিশন প্রত্যাখ্যান করার অপ্রীতিকর আদেশটি একটি স্পিকিং অর্ডার নয় এবং তাই এটি বাতিল করার যোগ্য।

10. অর্থাৎ, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে কোনও অভিযোগ নেই।

11. এটি উপস্থাপিত হয় যে সন্দেহ যতই গুরুতর হোক না কেন প্রমাণের স্থান নিতে পারে না।

12. বিতর্কিত আদেশটি অন্যথায় আইনের চোখে খারাপ এবং তাই বাতিল হতে পারে।

13. সরকার পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ কুতুবউদ্দিন কেস ডায়েরি পেশ করেছেন।

14. জানানো সত্ত্বেও বিপরীত পক্ষের পক্ষ ২ এর কেউই উপস্থিত হয় না।

15. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি নিম্নলিখিত রায়ের উপর নির্ভর করেছেনঃ -

1) সঞ্জু ওরফে সঞ্জয় সিং সেঙ্গার বনাম এম.পি. রাজ্য, 2002 **এসসিসি (সিআরআই) 1141:(এ. আই.** আর **2002 এস. সি 1998),** 2002 সালের 1লা মে।

2) নেতাই দত্ত বনাম পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য, **2005 এসসিসি (সিআরআই) 543** :(এ. আই. **আর. 2005 এস. সি.** 1775), 28শে ফেব্রুয়ারি, 2005।

16. নথি এবং কেস ডায়েরি থেকে এবং উভয় পক্ষের শুনানির পরে, নিম্নলিখিত তথ্যগুলি এই আদালতের সামনে রয়েছেঃ -

i. মৃত ব্যক্তির বয়স 22 বছর।

ii. মৃত ব্যক্তি 20.10.2016 তারিখে আবেদনকারীদের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

iii. তিনি 21.10.2016 তারিখে মারা যান (সকাল 1 টা থেকে 1.30 টার মধ্যে, ভোরে, পরের দিন দেখার কয়েক ঘন্টার মধ্যে)।

iv. ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

v. মৃত ব্যক্তি আবেদনকারী সহ পুরো পরিবারকে জড়িত করে বেশ কয়েকটি (আত্মহত্যা) নোট রেখে গেছেন।

17. এখানে অভিযোগ করা অপরাধটি ভারতীয় দণ্ডবিধির 376 ধারার অধীনে গুরুতর প্রকৃতির।

18. বর্তমান মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির 306/34 ধারার অধীনে কার্যধারা বাতিল করার জন্য।

19. দাক্সাবেন বনাম গুজরাট রাজ্য ও অন্যান্য মামলার সুপ্রিম কোর্ট, ফৌজদারি আপিল নং। 2022 সালের 29শে জুলাই, 2022-এঃ এ.আই.আর 2022 এস.সি 3530 রায় দেয় যেঃ -

"14।উপরে উল্লিখিত রায়গুলিতে বর্ণিত এবং/অথবা পুনর্বিবেচিত আইনের প্রস্তাবটি সুপ্রতিষ্ঠিত।অভিযুক্ত কাজগুলি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে কিনা তা মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।প্রতিটি মামলার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করতে হবে।

16. আত্মহত্যায় প্ররোচনার অপরাধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উস্কানির কোনও কাজ হয়েছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন এই আদালতের নেই, কারণ হাইকোর্ট সেই প্রশ্নে যায়নি।এটি উল্লেখ করার জন্য যথেষ্ট যে এমনকি আত্মহত্যার প্ররোচনার একটি পরোক্ষ কাজও ভারতীয় দণ্ডবিধির 376 ধারার অধীনে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধ

হিসাবে বিবেচিত হবে।

20. উপরোক্ত রায়ে, হাইকোর্ট 2019 সালের সিআরএল আপিল নং 1852-এ এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত 6 ই ডিসেম্বর 2019 তারিখের একটি আদেশের উল্লেখ করেছে:(এ. আই. আর. এনলাইন 2019 এস. সি 2220) (নিউ **ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কো. লিমিটেড** বনাম।কৃষ্ণ কুমার পান্ডে) যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছে যে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ফলে উদ্ভূত একটি পুনর্বিবেচনা, হাইকোর্ট পরিষেবা বিধি অনুসারে অসদাচরণের জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিয়োগকর্তার অধিকারকে সিল করতে পারে না।

21. কৃষ্ণ কুমার পান্ডেঃ(এ. আই. আর. এনলাইন **2019 এস. সি 2220)** (উপরে উল্লিখিত) এই আদালত পঞ্জাব রাজ্য বনাম দভিন্দর পাল সিং ভুল্লার এবং অন্যান্য মামলায় এই আদালতের রায় অনুমোদনের সাথে উল্লেখ করেছে। যেখানে এই আদালত বলে যে, হাইকোর্ট এমন কোনও রায় এবং/অথবা আদেশ প্রত্যাহার করার সহজাত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়নি যা এক্তিয়ারবিহীন ছিল, বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙঘন করেছিল, বা আদেশ দ্বারা প্রভাবিত কোনও পক্ষকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে পাস করা হয়েছিল বা যেখানে আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করে কোনও আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল যা প্রকৃতপক্ষে এর এক্তিয়ারবিহীন হওয়ার সমান হবে।এই ধরনের আদেশগুলি প্রত্যাহার করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

24. যাই হোক না কেন, যেহেতু 20শে অক্টোবর 2020 তারিখের প্রাথমিক আদেশটিও এই আপিলগুলিতে চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে, তাই এই আদালতের জন্য সিআরপিসি-এর 482 ধারার অধীনে একটি চূড়ান্ত আদেশ বাতিল করা হয়েছে কিনা সেই প্রশ্নটি গভীরভাবে অনুসন্ধান করা সত্যিই প্রয়োজনীয় নয়। এই ধরনের আদেশ প্রত্যাহার এবং/অথবা পর্যালোচনার জন্য সিআরপিসি-তে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতে এফআইআরটি হাইকোর্টের দ্বারা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।হাইকোর্ট কার্যত বলেছে যে, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অবিচার রোধ করার জন্য এই ধরনের আদেশ প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

25. এই আপিলের একমাত্র প্রশ্ন হল সিআরপিসি-এর 482 ধারার অধীনে অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা ফৌজদারি বিবিধ আবেদনগুলি অনুমোদিত হতে পারে এবং আত্মহত্যা করতে প্ররোচনার জন্য আইপিসির 306 ধারার অধীনে এফআইআর করা যেতে পারে, যার শাস্তি দশ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে, যা অভিযোগকারী এবং এফআইআর-এ নাম দেওয়া অভিযুক্তদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বাতিল করা যেতে পারত।উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

28. মনিকা কুমার (ড.) বনাম ইউ.পি. রাজ্যে, এই আদালত বলেছিল যে Cr.P.C এর ধারা 482 এর অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ারটি খুব কম, যত্ন সহকারে এবং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে এবং কেবল তখনই যখন এই ধরনের অনুশীলনটি বিশেষভাবে ধারার মধ্যে নির্ধারিত পরীক্ষার দ্বারা ন্যায়সঙ্গত হয়।

29. ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে, হাইকোর্ট 482 ধারার অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে।তবে, হস্তক্ষেপ কেবল তখনই ন্যায়সঙ্গত হবে যখন অভিযোগটি কোনও অপরাধ প্রকাশ করে না,

বা স্পষ্টতই তুচ্ছ, বিরক্তিকর বা নিপীড়নমূলক ছিল, যেমনটি এই আদালত শ্রীমতি ধনলক্ষ্মী বনাম আর প্রসন্ন কুমার মামলায় রায় দিয়েছে।

30. দিল্লি পৌর কর্পোরেশন বনাম রাম কিষাণ রোহতাগি এবং অন্যান্য-তে এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছেঃ -

"6।এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বর্তমান কোডের ধারা 482 হল পুরানো কোডের ধারা 561-এ-এর মৌখিক অনুলিপি।এই বিধানটি শুধুমাত্র হাইকোর্টকে একটি পৃথক এবং স্বাধীন ক্ষমতা প্রদান করে যেখানে গুরুতর এবং যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে বা যেখানে আদালতের প্রক্রিয়াটি গুরুতরভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে।এটি কেবল একটি সংশোধনমূলক ক্ষমতা নয় যা অধস্তন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়।এটি এই ধারার অধীনে ছিল যে পুরানো কোডে, হাইকোর্টগুলি সাক্ষী বা অন্যান্য ব্যক্তি বা অধস্তন আদালতের বিরুদ্ধে মন্তব্যের জন্য কার্যধারা বাতিল বা অপসারণ করত।এইভাবে, ধারা 561-A (যা এখন ধারা 482) এর সুযোগ, পরিধি এবং পরিসর 397 ধারার বিধানের অধীনে বর্তমান কোড দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।এটি হতে পারে যে কিছু ক্ষেত্রে ওভারল্যাপিং হতে পারে তবে এই জাতীয় ক্ষেত্রে খুব কম এবং অনেক দূরে থাকবে।এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে বর্তমান আইনের 482 ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কেবল তখনই প্রয়োগ করা যেতে পারে যখন মামলাকারীর কাছে অন্য কোনও প্রতিকার উপলব্ধ থাকে না এবং যেখানে সংবিধি দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট প্রতিকার সরবরাহ করা হয় না।উপরন্তু, ক্ষমতাটি অসাধারণ হওয়ায়, তা সংযতভাবে প্রয়োগ করতে হবে।এই বিষয়গুলি মাথায় রাখলে বর্তমান আইনের 482 এবং 397 (2) ধারার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি থাকবে না।

7. ধারা 482-এর অধীনে ক্ষমতার সীমা এই আদালত রাজ কাপুর বনাম রাজ্য [(1980) 1 এস. সি. সি 43-এ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেঃ1980 এস. সি. সি **(সি. আর. আই) 72:এ.** আই. **আর 1980 এস. সি** 258] যেখানে বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ[এস. সি. সি-র অনুচ্ছেদ 10,পৃ. 47:এস. সি. সি (সি. আর. আই) পি।76]

"তা সত্ত্বেও, একটি সাধারণ নীতি আইনের এই শাখায় ছড়িয়ে পড়ে যখন একটি নির্দিষ্ট বিধান করা হয়ঃ বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি ব্যতীত সহজাত ক্ষমতার সহজ অবলম্বন সঠিক নয়।এমন নয় যে এক্তিয়ারের অভাব রয়েছে, কিন্তু সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা একই কোডের অধীনে নির্দিষ্ট ক্ষমতার জন্য পৃথক করা অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ করা উচিত নয়।

8. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা যা মনে রাখতে হবে তা হল ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে 482 ধারার বিধানের অধীনে কাজ করা হাইকোর্টের কখন অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।এই বিষয়টি শ্রীমতী নাগওয়া বনাম বীরান্না শিবলিঙ্গপ্পা কোঞ্জালগি তে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে [(1976) 3 এসসিসি 736:
1976 এসসিসি (সিআরআই) 507:1976 এসইউপিপি এসসিআর 123:1976 সিআরআই এলজে **1533:এ. আই. আর 1976** এস. সি 1947] যেখানে বর্তমান কোডের **202 এবং 204 ধারার** সুযোগ **বিবেচনা করা হয়েছিল এবং** নির্দেশিকা এবং যে কারণগুলির ভিত্তিতে কার্যধারা বাতিল করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করার সময় এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ[এস. সি. সি অনুচ্ছেদ 5, পৃ. 741: এস. সি. সি (সি. আর. আই) পৃ. 511-12]

"সুতরাং এটি নিরাপদে বলা যেতে পারে যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার ম্যাজিস্ট্রেটের একটি আদেশ বাতিল বা বাতিল করা যেতে পারেঃ

(1) যেখানে অভিযোগে করা অভিযোগ বা তার সমর্থনে নথিভুক্ত সাক্ষীদের বিবৃতি তাদের বাহ্য দৃষ্টিতে নেওয়া হয়েছে তাতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও মামলা নেই বা অভিযোগটি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করে না;

(2) যেখানে অভিযোগে করা অভিযোগগুলি স্পষ্টতই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব, যাতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে;

(3) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা প্রয়োগ করা বিচক্ষণতা খামখেয়ালী এবং স্বেচ্ছাচারী হয় কোন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বা অগ্রহণযোগ্য উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে; এবং

(4) যেখানে অভিযোগটি মৌলিক আইনি ত্রুটির কারণে ভুগছে, যেমন, অনুমোদন চাওয়া, বা আইনগতভাবে সক্ষম কর্তৃপক্ষের অভিযোগের অনুপস্থিতি এবং এর মতো।আমাদের দ্বারা উল্লিখিত মামলাগুলি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টান্তমূলক এবং উচ্চ আদালত কার্যধারা বাতিল করতে পারে এমন আকস্মিকতা নির্দেশ করার জন্য পর্যাপ্ত নির্দেশিকা প্রদান করে। "

9. শারদা প্রসাদ সিনহা বনাম বিহার রাজ্য [(1977) 1 এস. সি. সি 505 মামলায় এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তেও একই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিলঃ1977 এস. সি. সি **(সি. আর. আই) 132:(1977)** 2 এসসিআর 357:1977 সি. আর. আই **এলজে 1146:এ. আই. আর** 1977 **এস. সি 1754] যেখানে** আদালতের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিচারপতি ভগবতী নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেনঃ[এস. সি. সি-র অনুচ্ছেদ 2,পৃ. 506:এস. সি. সি (সি. আর. আই) পি।133]

"এখন আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি হয়েছে যে, অভিযোগ বা চার্জশিটে বর্ণিত অভিযোগগুলি কোনও অপরাধ নয়, তা হলে ফৌজদারি কার্যবিধির 482 ধারার অধীনে হাইকোর্ট তার অন্তর্নিহিত এক্তিয়ার প্রয়োগ করে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করতে সক্ষম।

10. অতএব, এটা স্পষ্ট যে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যধারা কেবল তখনই বাতিল করা যেতে পারে যদি অভিযোগ বা তার সাথে যুক্ত কাগজপত্রের আপাতদৃষ্টিতে কোনও অপরাধ গঠন করা না হয়।অন্য কথায়, পরীক্ষাটি হল যে অভিযোগ এবং অভিযোগগুলি যেমন আছে তেমনই গ্রহণ করা, কিছু যোগ বা বিয়োগ না করে, যদি কোনও অপরাধ না করা হয় তবে হাইকোর্ট বর্তমান কোডের ধারা 482 এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে।

31. অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বনাম গৌরীশেট্টি মহেশ মামলায় এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে, হাইকোর্ট, সিআরপিসি -এর 482 ধারার অধীনে এক্তিয়ার প্রয়োগ করার সময়, প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কিনা বা অভিযোগটি টিকিয়ে রাখার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা আছে কিনা তা নিয়ে সাধারণত তদন্ত শুরু করবে না।

32. পরমজিৎ বাত্রা বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ_

"12।কোডের 482 ধারার অধীনে তার এক্তিয়ার প্রয়োগ করার সময় হাইকোর্টকে সতর্ক থাকতে হবে।এই ক্ষমতা সংযতভাবে এবং শুধুমাত্র কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে।কোনও অভিযোগ ফৌজদারি অপরাধ প্রকাশ করে কি না, তা নির্ভর

করে তাতে অভিযুক্ত তথ্যের প্রকৃতির উপর।ফৌজদারি অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপস্থিত আছে কি না তা হাইকোর্টের দ্বারা বিচার করতে হবে।

33. মাধবরাও জিওয়াজিরাও সিন্ধিয়া বনাম সম্ভাজিরাও চন্দ্রোজিরাও আংরে মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ সিআরপিসি-এর ধারা 482-এর অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার বিষয়ে আইনের সংক্ষিপ্তসার করেছে। এই আদালত বলেছেঃ -

"7।আইনি অবস্থানটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে যখন প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও প্রসিকিউশনকে বাতিল করতে বলা হয়, তখন আদালত কর্তৃক প্রয়োগ করা পরীক্ষাটি হল যে অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগগুলি প্রাথমিকভাবে অপরাধটি প্রতিষ্ঠিত করে কিনা।কোনও নির্দিষ্ট মামলায় উপস্থিত যে কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বিচারের স্বার্থে কোনও মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া সমীচীন কিনা এবং বিবেচনা করাও আদালতের দায়িত্ব।

এটি এমন ভিত্তিতে যে আদালতকে কোনও পরোক্ষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না এবং আদালতের মতে চূড়ান্ত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং তাই ফৌজদারি মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, আদালত কোনও মামলার বিশেষ তথ্য বিবেচনা করে কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদিও এটি প্রাথমিক পর্যায়ে থাকতে পারে।

34. ইন্দর মোহন গোস্বামী বনাম উত্তরাঞ্চল রাজ্য মামলায় এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ_

"46।আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ফৌজদারি মামলাটি হয়রানির হাতিয়ার হিসাবে বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চাওয়ার জন্য বা অভিযুক্তদের চাপ দেওয়ার জন্য কোনও গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করা হয় না।পূর্বোক্ত মামলাগুলির বিশ্লেষণে, আমরা মনে করি যে অন্তর্নিহিত এক্তিয়ারের প্রয়োগ পরিচালনা করবে এমন একটি নমনীয় নিয়ম স্থাপন করা সম্ভব বা কাম্য নয়।ফৌজদারি দণ্ডবিধির 482 ধারার অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত এক্তিয়ার যদিও ব্যাপক তবুও তা সংযতভাবে, যত্ন সহকারে এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে এবং কেবল তখনই যখন এটি সংবিধানে বিশেষভাবে নির্ধারিত পরীক্ষা এবং পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হয়।মীমাংসিত আইনি অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, বিতর্কিত রায় টিকিয়ে রাখা যায় না। "

35. এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রস্তাব যে ফৌজদারি মামলা, যদি অন্যথায় ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে কুসংস্কার বা প্রতিহিংসার কারণে কলুষিত করা হয় না।পঞ্জাব রাজ্য বনাম গুরদিয়াল সিং-এ বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার যেমন বলেছিলেন, "যদি কোনও বৈধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ক্ষমতার ব্যবহার বিদ্বেষ দ্বারা সক্রিয়করণ বা অনুঘটককরণ বৈধ নয়"।

36. কপিল আগরওয়াল এবং অন্যান্য বনাম সঞ্জয় শর্মা এবং অন্যান্যরা, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ফৌজদারি কার্যধারাকে হয়রানির অস্ত্র হিসাবে অবনমিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা 482 ডিজাইন করা হয়েছে।

37. আত্মহত্যা করতে প্ররোচনার আইপিসি ধারা 306 এর অধীনে অপরাধ একটি গুরুতর, অমার্জনীয় অপরাধ।অবশ্যই,ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা 482 এর অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রশস্ত এবং এমনকি অমার্জনীয় অপরাধের সাথে সম্পর্কিত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে, ন্যায়বিচারের শেষ সুরক্ষিত করতে বা আদালতের প্রক্রিয়ার

অপব্যবহার রোধ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।যেখানে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে বিরোধের আপস মূলত দেওয়ানি এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতির, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির 482 ধারার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।কোন কোন ক্ষেত্রে কোনও এফআইএবং বা ফৌজদারি অভিযোগ বা আপোষের ভিত্তিতে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা নির্ভর করবে মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর।

38. যাইহোক, সিআরপিসি-র ধারা 482 এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার আগে একটি এফআইআর, ফৌজদারি অভিযোগ এবং/অথবা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য, হাইকোর্টকে, উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হবে।জঘন্য বা গুরুতর অপরাধ, যা ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে, অপরাধী এবং অভিযোগকারী এবং/অথবা ভুক্তভোগীর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বাতিল করা যায় না।হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি এবং এমনকি আত্মহত্যায় প্ররোচনার মতো অপরাধগুলি ব্যক্তিগত বা দেওয়ানী প্রকৃতির নয়।এই ধরনের অপরাধ সমাজের বিরুদ্ধে।কোনও পরিস্থিতিতেই আপোষে মামলা বাতিল করা যায় না, যখন অপরাধটি গুরুতর এবং গুরুতর এবং সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধের আওতায় পড়ে।

39. শুধুমাত্র অভিযোগকারীর সাথে একটি চুক্তির ভিত্তিতে এফআইআর এবং/অথবা সাংঘাতিক এবং গুরুতর অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ বাতিল করার আদেশ, একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করবে, যেখানে অভিযুক্তের কাছ থেকে অর্থ উত্তোলনের লক্ষ্যে তির্যক কারণে অভিযোগ দায়ের করা হবে।উপরন্তু, আর্থিকভাবে শক্তিশালী অপরাধীরা মুক্তি পাবে, তথ্যদাতা/অভিযোগকারীদের কিনে নিয়ে ও তাদের সঙ্গে মীমাংসা করে এমনকি হত্যা, ধর্ষণ, কনে পোড়ানো ইত্যাদির মতো গুরুতর এবং সাংঘাতিক অপরাধের ক্ষেত্রেও। ।

এটি একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক উদ্দেশ্য সহ IPC তে সংযোজিত ধারা 306, 498A, 304-B ইত্যাদির মতো অপ্রীতিকর বিধানগুলিকে রেন্ডার করবে৷

40. ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে, অভিযোগকারীর অবস্থান শুধুমাত্র তথ্যদাতার।একবার কোনও এফআইআর এবং/অথবা ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হলে এবং রাজ্য কর্তৃক ফৌজদারি মামলা শুরু হলে, এটি রাজ্য এবং অভিযুক্তের মধ্যে একটি বিষয় হয়ে ওঠে।সমাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অপরাধীদের বিচার করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।সমাজকে প্রভাবিত করে এমন গুরুতর এবং গুরুতর অমার্জনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে, তথ্যদাতা এবং/অথবা অভিযোগকারীর কেবল শুনানির অধিকার রয়েছে, যাতে অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং শাস্তি দিয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়।একজন তথ্যদাতার সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী গুরুতর, সাঙঘাতিক এবং/অথবা জঘন্য প্রকৃতির একটি অমার্জনীয় অপরাধের অভিযোগ প্রত্যাহার করার কোনও আইনি অধিকার নেই।

41. জ্ঞান সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায়, এই আদালত সেই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছে যেখানে হাইকোর্ট কোনও আপসযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করে দেয়, যখন পক্ষগুলির মধ্যে কোনও সমঝোতা হয় এবং নিম্নলিখিত নীতিগুলি উচ্চারণ করেঃ_

"58।যেখানে হাইকোর্ট অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে এই বিষয়টি

বিবেচনা করে কোনও ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করে দেয়, যদিও অপরাধগুলি মার্জনীয় নয়, এটি তার মতে, ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা একটি নিরর্থক অনুশীলন হবে এবং মামলায় ন্যায়বিচার দাবি করে যে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটানো হবে এবং শান্তি পুনরুদ্ধার করা হবে; ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে সুরক্ষিত করা চূড়ান্ত পথনির্দেশক ফ্যাক্টর।সন্দেহ নেই, অপরাধ হল এমন কাজ যা জনসাধারণের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে এবং অন্যায়ের মধ্যে থাকে যা সমাজের মঙ্গলকে গুরুতরভাবে বিপন্ন করে এবং হুমকির মুখে ফেলে এবং অপরাধকারীকে ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয় কারণ সে এবং ভুক্তভোগী সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে বা ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, তবুও কিছু অপরাধ আদালতের অনুমতি সহ বা ছাড়াই আইনত যৌক্তিক করা হয়েছে।খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির মতো গুরুতর অপরাধ বা আইপিসির অধীনে মানসিক কলুষতার অন্যান্য অপরাধ বা দুর্নীতি দমন আইনের মতো বিশেষ আইনের অধীনে নৈতিক অধঃপতনজনিত অপরাধ বা সেই ক্ষমতায় কাজ করার সময় সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে নিষ্পত্তির কোনও আইনি অনুমোদন থাকতে পারে না।যাইহোক, কিছু অপরাধ যা অসামরিক, বাণিজ্যিক, বাণিজ্যিক, আর্থিক, অংশীদারিত্ব বা যেমন লেনদেন বা বিবাহ থেকে উদ্ভূত অপরাধ, বিশেষত যৌতুক সম্পর্কিত ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অথবা পারিবারিক বিবাদ, যেখানে অন্যায়টি মূলত ভুক্তভোগীর প্রতি হয় এবং অপরাধী এবং ভুক্তভোগী তাদের মধ্যে সমস্ত বিরোধ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করেছেন, এই ধরনের অপরাধগুলি যৌক্তিক করা হয়নি তা নির্বিশেষে, হাইকোর্ট তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে ফৌজদারি কার্যধারা বা ফৌজদারি অভিযোগ বা এফআইআর বাতিল করতে পারে যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে এই ধরনের নিষ্পত্তির মুখে অপরাধীর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল না করে ন্যায়বিচার দুর্ঘটনা হবে এবং ন্যায়বিচারের সমাপ্তি পরাজিত হবে।উপরের তালিকাটি দৃষ্টান্তমূলক এবং সম্পূর্ণ নয়।প্রতিটি মামলা তার নিজস্ব তথ্যের উপর নির্ভর করবে এবং কোনও বাঁধাধরা বিভাগ নির্ধারণ করা যাবে না।

42. নরিন্দর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায় ঃএ. আই. **আর. 2014 এস. সি (এসইউপিপি)** 1839, এই আদালত রায় দিয়েছে যে, জঘন্য ও গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে, যা সাধারণত সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য।সুতরাং, সমঝোতা হলেও, অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাবে না কারণ সমাজের স্বার্থেই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত যাতে অন্যকে একই ধরনের অপরাধ করা থেকে বিরত করা যায়।

43. মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম বিক্রম অনন্তরাই দোশী মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ_

26. তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ অনুযায়ী, একটি জাতীয়করণকৃত ব্যাঙ্ক থেকে যেভাবে অর্থ নেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে আর্থিক অশুচিতা এবং একরকম আর্থিক জালিয়াতির প্রকাশ ঘটায়।

চার্জশিটে বর্ণিত কার্যপদ্ধতিকে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত ভুলের অংশে রাখা যায় না।

এটি একটি সামাজিক ভুল এবং এর ব্যাপক সামাজিক প্রভাব রয়েছে।এটি অর্থ পরিচালনার একটি স্বীকৃত নীতি যে যখনই এই ধরনের সুবিধা গ্রহণের জন্য কারসাজি এবং চতুরতার সাথে পরিকল্পিত পরিকল্পনা করা হয় তখন এটিকে অপ্রতিরোধ্য এবং প্রধানত নাগরিক

চরিত্রের মামলা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।চূড়ান্ত শিকার হল সমষ্টিগত।এটি সমাজের আর্থিক স্বার্থে একটি বিপদের সৃষ্টি করে।অপরাধের গুরুত্ব জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডে একটি ফাটল সৃষ্টি করে। "

44. সিবিআই বনাম মনিন্দর সিং মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ_

"17।অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে আদালতকে কেবল এই বিষয়টিই মাথায় রাখতে হবে না যে, যে অর্থ প্রতারিত হয়েছে সেই অর্থ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়েছে, বরং বৃহত্তর সমাজকেও দেওয়া হয়েছে।

এটি সাধারণ হামলা বা সামান্য পরিমাণের চুরির ঘটনা নয়; তবে আমরা যে অপরাধ নিয়ে উদ্বিগ্ন তা সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পিত ছিল এবং বৃহত্তর সমাজের পরিণতি নির্বিশেষে ব্যক্তিগত লাভের দিকে নজর রেখে ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনায় করা হয়েছিল।কেবল এই ভিত্তিতে কার্যধারা বাতিল করা যে অভিযুক্ত ব্যাঙ্কে অর্থের পরিমাণ নিষ্পত্তি করেছে তা একটি ভুল সহানুভূতি হবে।যদি অর্থনৈতিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা চলতে না দেওয়া হয়, তাহলে সমগ্র সম্প্রদায়ই ব্যথিত হবে।

45. তামিলনাড়ু রাজ্য বনাম আর বসন্তী স্ট্যানলি মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ_

"14।..... সচেতনতা, জ্ঞান বা অভিপ্রায়ের অভাব অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে বিবেচনা বা গ্রহণযোগ্য নয়।লিঙ্গ নিয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে উপস্থাপিত বক্তব্যটি আমাদের মুগ্ধ করে না।ফৌজদারি আইনের অধীনে একটি অপরাধ একটি অপরাধ এবং এটি কোনও অভিযুক্তের লিঙ্গের উপর নির্ভর করে না।এটা সত্য যে, সিআরপিসিতে ধারা 437, ইত্যাদির অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিধান রয়েছে কিন্তু এটি সম্পূর্ণভাবে একটি ভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত।কোনও হত্যাকারী বা আর্থিক কেলেঙ্কারি বা নথির জালিয়াতিতে জড়িত কোনও ব্যক্তি তার লিঙ্গের ভিত্তিতে অব্যাহতি বা খালাস দাবি করতে পারবেন না কারণ এটি সাংবিধানিক বা সংবিধিবদ্ধভাবে বৈধ যুক্তি নয়।এই ক্ষেত্রে অপরাধটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ।আমরা এই ক্ষেত্র সম্পর্কে আর কিছু বলি না।

15। একটি গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ বা গুরুতর অর্থনৈতিক অপরাধ বা সেই ক্ষেত্রে যে অপরাধ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করার সম্ভাবনা রয়েছে, তা এই ভিত্তিতে বাতিল করা যাবে না যে বিচারে বিলম্ব হচ্ছে বা এই নীতি যে যখন বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে তখন ব্যবস্থার উপর বোঝা এড়াতে এটি বাতিল করা উচিত।

. . . . .

"46। পর্বতভাই আহির আলিয়াস পর্বতভাই ভীমসিংহভাই কর্মুর এবং অন্যান্য বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্য মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ নরিন্দর সিংকে উদ্ধৃত করেছেঃএআইআর 2014 এসসি (সাপোর্ট) 1839 **(সুপ্রা), বিক্রম অনন্তরাই দোশি (সুপ্রা),** সিবিআই বনাম মনিন্দর সিং (সুপ্রা), আর বাসন্তী স্ট্যানলি (সুপ্রা) এবং রায় দিয়েছেনঃ_

"16।এই বিষয়ে পূর্বসূরীদের থেকে উদ্ভূত বিস্তৃত নীতিগুলি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিতে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

16.1. ধারা 482 কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।এই বিধানটি নতুন ক্ষমতা প্রদান করে না।এটি শুধুমাত্র হাইকোর্টের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সংরক্ষণ করে।

16.2. অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে সমঝোতা হয়েছে এই ভিত্তিতে কোনও প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য হাইকোর্টের এক্তিয়ারের আহ্বান কোনও অপরাধের মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে এক্তিয়ারের আহ্বানের সমতুল্য নয়।কোনও অপরাধের মার্জনা করার সময়, আদালতের ক্ষমতা ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973-এর 320 ধারার বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়।ধারা 482-এর অধীনে বাতিল করার ক্ষমতা আকর্ষণ করা হয়, এমনকি অপরাধটি অমীমাংসাযোগ্য হলেও।

16.3. ধারা 482-এর অধীনে তার এক্তিয়ার প্রয়োগ করে কোনও ফৌজদারি কার্যধারা বা অভিযোগ বাতিল করা উচিত কিনা সে বিষয়ে একটি মতামত গঠনের ক্ষেত্রে, হাইকোর্টকে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে যে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগকে ন্যায়সঙ্গত করবে কিনা।

16.4. যদিও হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার একটি বিস্তৃত পরিধি এবং প্রাচুর্য রয়েছে, তবে এটি প্রয়োগ করতে হবে (1) ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে, বা (2) যে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে।

16.5. কোনও অভিযোগ বা প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করা উচিত কিনা এই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অপরাধী এবং ভুক্তভোগী বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে, শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এবং নীতিগুলির কোনও সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ তৈরি করা যায় না।

16.6. 482 ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে এমন একটি আবেদনের মোকাবিলা করার সময়, হাইকোর্টকে অবশ্যই অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্বের প্রতি যথাযথ সম্মান রাখতে হবে।মানসিক কলুষতা বা হত্যা, ধর্ষণ এবং ডাকাতির মতো গুরুতর অপরাধ, যথাযথভাবে বাতিল করা যায় না যদিও ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীর পরিবার বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে।প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের অপরাধগুলি ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয়, কিন্তু সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে।এই ধরনের ক্ষেত্রে বিচার চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গুরুতর অপরাধের জন্য ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে জনস্বার্থের প্রধান উপাদানের উপর ভিত্তি করে করা হয়।

16.7. গুরুতর অপরাধ থেকে আলাদা হিসাবে, এমন ফৌজদারি মামলা থাকতে পারে যা দেওয়ানি বিরোধের একটি অপ্রতিরোধ্য বা প্রধান উপাদান রয়েছে।বাতিল করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা একটি স্বতন্ত্র অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

16.8. বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, অংশীদারিত্ব বা অনুরূপ লেনদেন থেকে উদ্ভূত অপরাধের সাথে জড়িত ফৌজদারি মামলাগুলি যথাযথ পরিস্থিতিতে বাতিল হতে পারে

যেখানে পক্ষগুলি বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে।

16.9. এই জাতীয় ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদি বিবাদকারীদের মধ্যে সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত থাকলে নিপীড়ন ও কুসংস্কার সৃষ্টি হয়; এবং

16.10. প্রস্তাবনা 16.8-এবং 16.9 উপরে নির্ধারিত নীতিতে এখনও একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। রাজ্যের আর্থিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের সাথে জড়িত অর্থনৈতিক অপরাধগুলির প্রভাব রয়েছে যা ব্যক্তিগত বিবাদকারীদের মধ্যে নিছক বিরোধের ক্ষেত্রের বাইরে।অপরাধী আর্থিক বা অর্থনৈতিক জালিয়াতি বা অপকর্মের মতো কোনও কার্যকলাপে জড়িত থাকলে হাইকোর্ট বাতিল করতে অস্বীকার করলে ন্যায়সঙ্গত হবে।আর্থিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর এই আইনের অভিযোগের পরিণতি ভারসাম্যের উপর প্রভাব ফেলবে। "

47. মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম লক্ষ্মী নারায়ণ এবং অন্যান্য মামলায় তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলি নিয়ে আলোচনা করে নিম্নলিখিত নীতিগুলি নির্ধারণ করেছেঃ_

"15।এই বিষয়ে আইন এবং এই বিষয়ে এই আদালতের অন্যান্য সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে, যা এখানে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি নিম্নরূপ পালন করা হয় এবং অনুষ্ঠিত হয়ঃ

15.1. কোডের 320 ধারার অধীনে অমার্জনীয় অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য কোডের 482 ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য এবং প্রধানত দেওয়ানি চরিত্রের সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষত বাণিজ্যিক লেনদেন থেকে উদ্ভূত বা বৈবাহিক সম্পর্ক বা পারিবারিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত এবং যখন পক্ষগুলি নিজেদের মধ্যে পুরো বিরোধ নিষ্পত্তি করে;

15.2. মানসিক কলুষতার মতো জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ অথবা হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির মতো অপরাধের ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না। এই ধরনের অপরাধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে।

15.3. একইভাবে, দুর্নীতি দমন আইনের মতো বিশেষ আইনের অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে না বা সেই পদে কাজ করার সময় সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধগুলি কেবল ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বাতিল করা হবে না।

15.4. আইপিসি-র 307 ধারা এবং অস্ত্র আইন ইত্যাদির অধীনে অপরাধ - এটি জঘন্য ও গুরুতর অপরাধের বিভাগে পড়ে এবং তাই এটিকে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং শুধুমাত্র ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, এবং তাই, আইপিসি এবং/অথবা অস্ত্র আইন ইত্যাদির 307 ধারার অধীনে অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যধারা। সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়গুলি কোডের 482 ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাতিল করা যাবে না, এই ভিত্তিতে যে পক্ষগুলি নিজেদের মধ্যে তাদের পুরো বিরোধের সমাধান করেছে।তবে, হাইকোর্ট কেবলমাত্র এফআইআরে আইপিসি-র 307 ধারার উল্লেখ রয়েছে বা এই বিধানের অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে বলে তার সিদ্ধান্ত স্থগিত করবে না।আই. পি. সি-র 307 ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা বা রাষ্ট্রপক্ষ পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ করেছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য হাইকোর্ট উন্মুক্ত থাকবে, যা প্রমাণিত হলে আই. পি. সি-র 307 ধারার অধীনে অভিযোগ গঠনের দিকে পরিচালিত করবে।এই উদ্দেশ্যে, হাইকোর্টের পক্ষে আঘাতের প্রকৃতি, শরীরের গুরুত্বপূর্ণ/সূক্ষ্ম অংশে এই ধরনের আঘাত

করা হয়েছে কিনা, ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রকৃতি ইত্যাদি দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। যাইহোক, তদন্তের পরে প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং চার্জশিট দাখিল/অভিযোগ গঠন এবং/অথবা বিচারের সময় হাইকোর্টের দ্বারা এই ধরনের অনুশীলন অনুমোদিত হবে।বিষয়টি তদন্তাধীন থাকাকালীন এই ধরনের অনুশীলন অনুমোদিত নয়।অতএব, নরিন্দর সিং [(2014) 6 SCC 466-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের প্যারা 29.6 এবং 29.7-এ চূড়ান্ত উপসংহার:(2014) 3 এস. সি. সি (সি. আর. আই) 54:এ. আই. আর 2014 এস. সি (এসইউসিসি) 1839]-কে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়তে হবে এবং সামগ্রিকভাবে এবং উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে পড়তে হবে;

15.5. গোপনীয় প্রকৃতির এবং সমাজে গুরুতর প্রভাব না ফেলে এমন অসংলগ্ন অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য কোডের 482 ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, এই ভিত্তিতে যে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে একটি নিষ্পত্তি/আপোষ রয়েছে, হাইকোর্টকে অভিযুক্তের পূর্বসূরী বিবেচনা করতে হবে; অভিযুক্তের আচরণ, অর্থাৎ, অভিযুক্ত পলাতক ছিল কিনা এবং কেন সে পলাতক ছিল, কীভাবে সে অভিযোগকারীর সাথে আপোষে প্রবেশ করতে পেরেছিল ইত্যাদি।

48. অরুণ সিং এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য তার সচিব এবং অন্যের মাধ্যমে, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ_

"14।নরিন্দর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (2014) 6 এসসিসি 466-এর আরেকটি সিদ্ধান্তে বলা হয়েছেঃ(2014) 3 এসসিসি (সিআরআই) 54:এ. আই. আর 2014 এস. সি **(এসইউপিপি) 1839] এটি পর্যবেক্ষণ করা** হয়েছে যে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া কর্তব্য।অতএব, অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে কোনও সমঝোতা হলেও তা বহাল থাকবে না কারণ সমাজের স্বার্থেই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত যা অন্যদের অনুরূপ অপরাধ করা থেকে বিরত রাখার কাজ করে।অন্যদিকে, এমন অপরাধ থাকতে পারে যা ফৌজদারি আইনের সংশোধনমূলক উদ্দেশ্যকে প্রতিরোধমূলক শাস্তির তত্ত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।এই ধরনের ক্ষেত্রে, আদালত মতামত দিতে পারে যে পক্ষগুলির মধ্যে একটি নিষ্পত্তি তাদের মধ্যে আরও ভাল সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করবে এবং একটি ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত বিরোধের সমাধান করবে এবং এইভাবে কার্যধারা বা অভিযোগ বা এফআইআর বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির 482 ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

15. উপরের যে নীতিগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলির কথা মাথায় রেখে আমরা মনে করি যে, যে অপরাধের জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, এবং প্রকৃতপক্ষে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ, ব্যক্তিগত নয়।এই ধরনের অপরাধ সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে এবং এই ধরনের মামলাগুলির বিচার অব্যাহত রাখা এই ধরনের গুরুতর অপরাধের জন্য ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে জনস্বার্থের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে।

এটি বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, অংশীদারিত্ব বা এই জাতীয় অনুরূপ লেনদেনের ফলে উদ্ভূত কোনও অপরাধ নয় বা নাগরিক বিরোধের কোনও উপাদান নেই তাই এটি একটি

স্বতন্ত্র ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে।এই ধরনের ক্ষেত্রে, অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের মধ্যে সমঝোতা হলেও, এফআইআর বা চার্জশিট বাতিল করার জন্য এটি একটি বৈধ ভিত্তি হতে পারে না।

16. সুতরাং পক্ষগুলির মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে চার্জশিট বাতিল করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

49. সিআরপিসি-এর 482 ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, আদালত অভিযোগের সঠিকতা পরীক্ষা করে না ব্যতিক্রমী বিরল ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে অভিযোগগুলি তুচ্ছ বা কোনও অপরাধ প্রকাশ করে না।

50. আমাদের বিবেচিত মতামত অনুযায়ী, ফৌজদারি অপরাধের ধারা 482 এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্যধারাকে ছিন্ন করা যায় না কারণ সেখানে একটি মীমাংসা আছে, এই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারী এবং মৃত ব্যক্তির অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে একটি আর্থিক মীমাংসা যাতে মৃত ব্যক্তির অসহায় বিধবাকে বাদ দেওয়া হয়।লক্ষ্মী নারায়ণ ও অন্যান্য মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের রায় অনুযায়ী (উপরে), আইপিসির 307 ধারাটি জঘন্য ও গুরুতর অপরাধের বিভাগে পড়ে এবং এটিকে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, শুধুমাত্র ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়।যুক্তির সমতার ভিত্তিতে, আইপিসির 306 ধারার অধীনে অপরাধ একই বিভাগে পড়বে।তথ্যদাতা, জীবিত স্বামী/স্ত্রী, বাবা-মা, সন্তান, অভিভাবক, যত্নশীল বা অন্য কারও সঙ্গে কোনও আর্থিক নিষ্পত্তির ভিত্তিতেও আইপিসির 306 ধারার অধীনে কোনও এফআইআর বাতিল করা যায় না।এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে এই মামলার এফআইআর আইপিসির 306 ধারার অধীনে কোনও অপরাধ প্রকাশ করে কিনা এই প্রশ্নটি পরীক্ষা করার জন্য এই আদালতের প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু হাইকোর্ট, সিআরপিসি ধারা 482 এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অভিযুক্ত এবং তথ্যদাতার মধ্যে বিরোধগুলি আপোস করা হয়েছে বলে একমাত্র ভিত্তিতে কার্যধারা বাতিল করেছে। "

20.বর্তমান মামলায় সুইসাইড নোটে আবেদনকারীদের উল্লেখ করা হয়েছে।অভিযুক্তদের বাড়িতে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নির্যাতিতার মৃত্যু হয়।

21.এমনকি আত্মহত্যার প্ররোচনার একটি পরোক্ষ কাজও প্রাথমিকভাবে আইপিসি-র ধারা 307 (দাক্সাবেন বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্য)-এর অধীনে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। :এআইআর 2022 এসসি 3530 (সুপ্রা))।

22. আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মামলাটি বিচারের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

23. এই মামলায় আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য প্রাথমিক প্রমাণ রয়েছে।

24.এই ধরনের একটি মামলা বাতিল করা ন্যায়বিচারের অপমৃত্যু ঘটাবে (দাক্সাবেন বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্য)। এআইআর 2022 এসসি 3530 (সুপ্রা))।

25. 2019 সালের সিআরআর 509 বাতিল করা হয়েছে।

26. খরচের বিষয়ে কোনও অর্ডার থাকবে না।

27. সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

28. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, তা বাতিল করা হল।

29. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতি এবং বিচারের অগ্রগতির জন্য অবিলম্বে মাননীয় ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হবে।

30. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

সেই অনুযায়ী আদেশ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.